বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৬-২০১৭

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৬-২০১৭

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

উপদেষ্টা

নুরুল ইসলাম নাহিদ এমপি
মাননীয় মন্ত্রী
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সম্পাদক

মো. সোহরাব হোসাইন
সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সম্পাদনা সহযোগী

ড. অরুণা বিশ্বাস, অতিরিক্ত সচিব, (প্রশাসন ও অর্থ), মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন, উপসচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মোঃ আখতারউজ-জামান, উপসচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
স্বপন কুমার নাথ, উপপরিচালক, জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

সংকলক

ফারহানা ইয়াসমিন, সহকারী সচিব, বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন
ড. মুহম্মদ মনিরুল হক, বিশেষজ্ঞ (প্রাথমিক), জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
ফারজানা জেসমিন কামাল, স্পেশালিস্ট, লাইব্রেরি, বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস)
মোঃ তরিকুল ইসলাম, সহকারী পরিসংখ্যান কর্মকর্তা, বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস)

প্রচ্ছদ

নজরুল ইসলাম বাদল

প্রকাশকাল

আগস্ট ২০১৮

প্রকাশক

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

মুদ্রণ

পানগুছি কালার গ্রাফিকস
মোবাইল: ০১৭১৬৮৩৯৩৯৬, ০১৭১১৯৯১২১১
panguchicg@yahoo.com

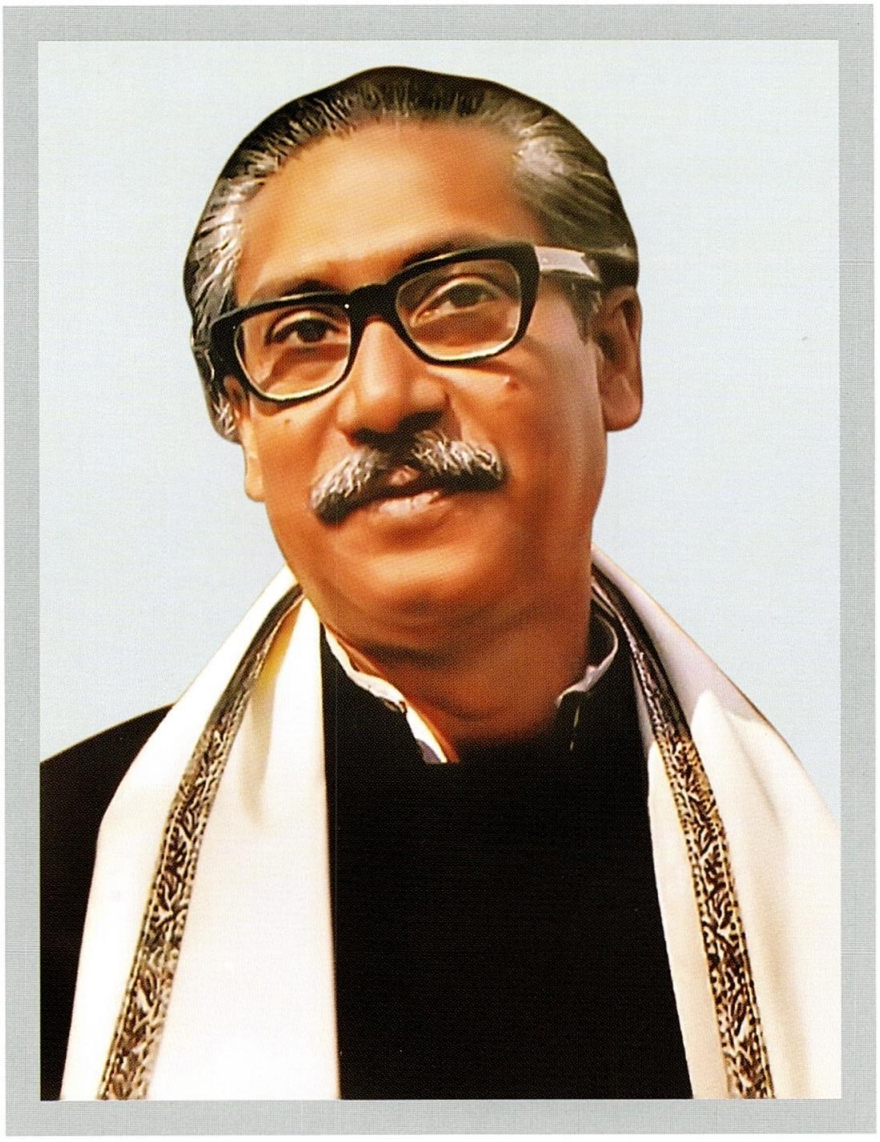

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

মহামান্য রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

প্রসঙ্গ কথা

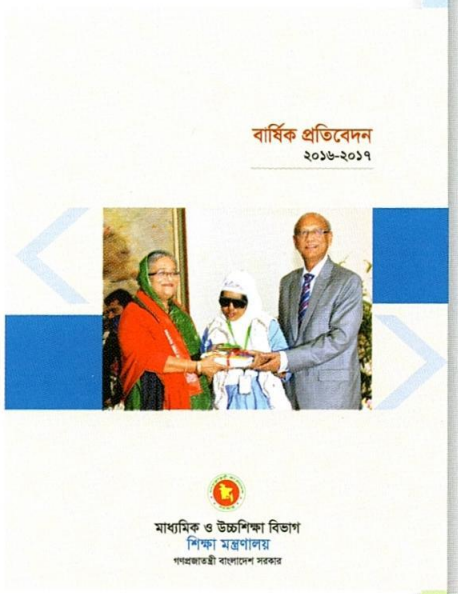

নুরুল ইসলাম নাহিদ এমপি
মন্ত্রী
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় উন্নয়ন, বিশ্বমানের শিক্ষা, সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, বঙ্গবন্ধু কন্যা, জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার ২০০৯ সাল থেকে নিরবচ্ছিন্ন কাজ করে যাচ্ছে। এর প্রতিফলন আমরা লক্ষ করছি খাদ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ, যোগাযোগ, গ্রামীণ অবকাঠামোসহ আর্থ-সামাজিক সকল ক্ষেত্রে বিরাট সাফল্যে। এসকল ক্ষেত্রে সাফল্যের ফলে ইতোমধ্যে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্বে বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের রোল মডেল। সবই সম্ভব হয়েছে জননেত্রী, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে। ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালে উন্নত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। আমাদের শিক্ষার লক্ষ্য ও কর্মসূচি নির্ধারণ করা হয়েছে জাতীয় লক্ষ্যের সাথে সংগতি রেখে। এদেশের সাধারণ মানুষ– সকলের জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আন্তরিক নির্দেশনা এবং সকল দল ও অংশীজনের অভিমতের ভিত্তিতে প্রণীত হয় জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০। শিক্ষাক্ষেত্রে লক্ষ্য অর্জনে ও শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে নিরলস কাজ করে চলছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও এর অধিভুক্ত বিভিন্ন দপ্তর এবং প্রতিষ্ঠান। ফলে, জাতিসংঘ, ইউনেস্কো, আইসেস্কো, বিশ্বব্যাংক, এডিবি, ওয়ার্ল্ড এডুকেশন ফোরামসহ আন্তর্জাতিক ফোরামে আমাদের সাফল্যের স্বীকৃতি ও প্রশংসা করা হচ্ছে।

আমাদের স্মরণ রাখতে হবে, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৭১ সালে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করি। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে ত্রিশ লাখ শহিদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশের বিনির্মাণে বঙ্গবন্ধু সোনার মানুষ চেয়েছিলেন। সমৃদ্ধ দেশ ও সমাজ গঠনের মধ্য দিয়ে রক্তঋণ পরিশোধের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এ লক্ষ্যে, সোনার বাংলা বিনির্মাণে শিক্ষকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিকতার সাথে অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে হবে। এ লক্ষ্যেই আমরা জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর আলোকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, দেশপ্রেমে উজ্জীবিত প্রজন্ম গড়ে তুলতে চাই। মূল লক্ষ্য হলো– ক্ষুধা, দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা ও দুর্নীতিমুক্ত আধুনিক উন্নত বাংলাদেশ। যে রাষ্ট্র ও সমাজের স্বপ্ন দেখেছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। উল্লেখ্য যে, শিক্ষকদের পদোন্নতি, স্বার্থরক্ষা ও মর্যাদার বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা অত্যন্ত আন্তরিক। আমরা বিশ্বাস করি শিক্ষকগণ দেশ ও জাতির কল্যাণে নিষ্ঠার সাথে অর্পিত দায়িত্ব পালন করবেন।

দেশজ ও আন্তর্জাতিক বাস্তবতায় অনুধাবন করেছি যে প্রথাগত পদ্ধতি ও গতানুগতিক ধারায় শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন ও জাতীয় উন্নয়নের লক্ষ্য পূরণ সম্ভব নয়। কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে সারাদেশে শিক্ষা অবকাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে এবং নির্মাণ কাজ চলমান আছে। সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আধুনিক অবকাঠামো গড়ে তোলা হচ্ছে। এখন শিক্ষার মানোন্নয়নে আমরা কাজ করছি। আমাদের লক্ষ্য–নতুন প্রজন্মকে বিশ্বমানের শিক্ষা, জ্ঞান, প্রযুক্তি ও দক্ষতা দিয়ে গড়ে তোলা। বিশ্বায়ন ও একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার উপযোগী সুশিক্ষিত, আধুনিক প্রযুক্তিতে দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে তরুণ প্রজন্মকে তৈরি হতে হবে। একইসাথে সৎ, নিষ্ঠাবান, নৈতিক উন্নত মূল্যবোধে, জনদরদি, দেশপ্রেমিক ও পরিপূর্ণ মানুষ হতে

ভূমিকা

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৬-২০১৭

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মো. সোহরাব হোসাইন
সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মানসম্মত শিক্ষা ও মানবসম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে বর্তমান সরকার কাজ করে চলছে। শিক্ষাসহ জাতীয় উন্নয়নের ফলেই বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশ এখন বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী ও সৃজনশীল নেতৃত্বে শিক্ষাক্ষেত্রে যুগান্তকারী সাফল্য অর্জিত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ এর আলোকে 'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০' বাস্তবায়নে আমরা কাজ করছি। সকল কর্মকাণ্ডের পরিচালনায় রয়েছেন শিক্ষা পরিবারের অভিভাবক মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি.। এ জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় অর্জন করেছে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সম্মান ও স্বীকৃতি।

একটি সমৃদ্ধ জাতি ও 'সোনার বাংলা' প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এ লক্ষ্য পূরণে শিক্ষা মন্ত্রণালয়-মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। লক্ষ্য অর্জনে রয়েছে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর নির্দেশনা এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের সহকর্মীদের আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা।

ইতোমধ্যে আমরা ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা সমতা, সকল স্তরে ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি, ঝরেপড়া হ্রাস, কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষার্থী বৃদ্ধি ও তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিসহ বিভিন্ন পর্যায়ে শতভাগ না হলেও কাঙ্ক্ষিত লক্ষ পূরণে সক্ষম হয়েছি। এ ছাড়াও মাধ্যমিক, মাদরাসা ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে অবকাঠামোগত উন্নয়ন করা হয়েছে। যুগোপযোগী বিষয়ে গবেষণা ও সকল শিক্ষকের প্রশিক্ষণের জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ ও প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। দীর্ঘদিন পর এ সরকারের নেতৃত্বেই কারিকুলাম সংস্কার, পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও মুদ্রণ করে ২০১০ সাল হতে বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো বছরের প্রথম দিনে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হচ্ছে। উপবৃত্তি, মেধাবৃত্তিসহ বিশেষ প্রণোদনা, মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম, অনলাইনে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সেবা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ডায়নামিক ওয়েবসাইট নির্মাণ ও প্রয়োজনীয় তথ্য আপলোড করা হচ্ছে। তা ছাড়া, কর্মসংস্থান বিবেচনায় কারিগরি শিক্ষায় গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

২০১৭ সালের ৫-৭ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় `E-9 Ministerial Meeting on Education 2030'। এ সম্মেলনে বাংলাদেশ, ব্রাজিল, চীন, মিশর, ভারত, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া ও নাইজেরিয়া অংশগ্রহণ করে। সম্মেলনে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী দুই বছরের জন্য চেয়ারপারসন নির্বাচিত হয়েছেন।

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়-এর বাস্তবায়িত কাজের বিবরণ এ-বার্ষিক প্রতিবেদনে উপস্থাপন করা হয়েছে। এ সব তথ্য সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য ও সমাদৃত হবে বলে আমি আশা করি। বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ, সংকলন, প্রতিবেদন তৈরি ও সম্পাদনার সংগে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ।

সোহরাব
(মো. সোহরাব হোসাইন)

শিক্ষা মন্ত্রণালয়-মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের অধীন সংযুক্ত ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানসমূহ

- বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন [University Grants Commission U.G.C)]
- মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর [Directorate of Secondary and Higher Education (D.S.H.E.)]
- জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড [National Curriculum & Textbook Board (N.C.T.B)]
- জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি [National Academy for Educational Management (N.A.E.M.)]
- বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ [Non-Government Teachers' Registration and Certification Authority (N.T.R.C.A.)]
- মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড [Board of Intermediate and Secondary Education (B.I.S.E.)]
  (ঢাকা, কুমিল্লা, রাজশাহী, যশোর, চট্টগ্রাম, বরিশাল, সিলেট, দিনাজপুর ও ময়মনসিংহ)
- পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর [Directorate of Inspection and Audit (D.I.A.)]
- বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো [Bangladesh Bureau of Educational Information & Statistics (B.A.N.B.E.I.S.)]
- বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন [Bangladesh National Commission for UNESCO (B.N.C.U)]
- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট [International Mother Language Institute (I.M.L.I.)]
- বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী অবসর সুবিধা বোর্ড [Non-Government Teacher Employees Retirement Benefit Board]
- বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক-কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট [Non-Government Teacher Employees Welfare Trust]

`E-9 Ministerial Meeting on Education 2030'-এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ও ইউনেস্কোর মহাপরিচালক মিজ ইরিনা বোকোভা

(i) ২০১৬ সালের অক্টোবর মাসে অনুষ্ঠিত আইসেস্কো নির্বাহী বোর্ডের সভায় বাংলাদেশের প্রতিনিধি দল অংশগ্রহণ করে। এ সভায় বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে;

(ii) ২০১৭ সালের ১৩-১৪ মার্চ সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাজধানী দুবাই-এ অনুষ্ঠিত Global Education and Skill Forum-এ মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ও বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন (বি.এন.সি.ইউ.)-এর চেয়ারম্যান নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি.-র নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করে। এ প্রতিনিধিদলের সদস্য ছিলেন বি.এন.সি.ইউ.-এর সচিব জনাব মো. মনজুর হোসেন। এ বছর Global Teacher Prize-এর জন্য প্রথম পঞ্চাশের মধ্যে মনোনীত হন বগুড়া জেলাস্থ শেরপুর উপজেলা মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক বেগম শাহানাজ পারভীন। ১৭৯টি দেশের ২০ হাজার শিক্ষকের মধ্যে তিনি এ সম্মান অর্জন করেন;

(iii) বি.এন.সি.ইউ.-র সহযোগিতায় এ অর্থবছরে শিক্ষা সংক্রান্ত ২৫টি আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সভা, সেমিনার, কংগ্রেস এবং ফোরামে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন;

(iv) Intercultural Dialogue সমীক্ষা পূরণের লক্ষে এ সংক্রান্ত বিভিন্ন পর্যায়ের সংশ্লিষ্টদের অংশগ্রহণে ২০১৬ সালের ২২ ডিসেম্বর বি.এন.সি.ইউ.তে দিনব্যাপী পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এর আলোকে একটি সমীক্ষা ইউনেস্কো বরাবর প্রেরণ করা হয়;

(v) বি.এন.সি.ইউ.-র উদ্যোগে World heritage, Intangible cultural heritage, Diversity of cultural expressions সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কমিটির সভায় বাংলাদেশের প্রতিনিধিবৃন্দ যোগদান করেন;

- এ অর্থবছরে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (বি.ম.ক.)-এর একাধিক প্রতিনিধিদল দক্ষিণ আফ্রিকা, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, ফিলিপাইনসহ বিভিন্ন দেশে সেমিনার, কর্মশালা ও প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছেন;

ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস এম.পি

- ১৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদাত ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে শিক্ষা মন্ত্রণালয়-মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ আয়োজিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মো. সোহরাব হোসাইন। প্রধান অতিথি ছিলেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি;

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদাত ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম)-এ ১৪৯তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্যোগে আয়োজিত আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথি ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার-স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ নাসিম এম.পি.;

মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ নাসিম এম.পি.

২১ ফেব্রুয়ারি শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৭ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও অতিথিবৃন্দ

- মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৭ উদযাপন উপলক্ষে (২১ ফেব্রুয়ারি) আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট চত্বরে ৫(পাঁচ) দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার শুভ উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি.-র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়-মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব জনাব মো. সোহরাব হোসাইন। প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ভাষাবিজ্ঞানী ও ইউনেস্কো-র ভাষা বিষয়ক পরামর্শক, ভারতের সাহিত্য অ্যাকাডেমির সচিব, পদ্মশ্রী, অধ্যাপক ড. অম্বিতা আব্বি এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক অধ্যাপক জীনাত ইমতিয়াজ আলী। অনুষ্ঠানে অতিথি ছিলেন ইউনেস্কো-র প্রতিনিধি ইউনেস্কো ঢাকা অফিসের প্রধান বিয়েট্রিস কালডুন;

দ্বিতীয় অধিবেশনে দু-টি প্রবন্ধ উপস্থাপিত হয়। বাংলাদেশের উপভাষা সংগ্রহ ও সংরক্ষণের সীমাবদ্ধতা শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন উত্তরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. ইয়াসমিন আরা লেখা। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের সহকারী পরিচালক ড. মো. ইলতেমাস উপস্থাপন করেন 'ঠাকুরগাঁও জেলার উপভাষা সংগ্রহ : আঞ্চলিক ও সমাজভাষিক বৈচিত্র্য বিশ্লেষণ' শীর্ষক প্রবন্ধ। অনির্ধারিত প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. এবিএম রেজাউল করিম ফকির। তাঁর প্রবন্ধের বিষয় ছিল 'বক্তৃতার ভাষা : ভাষা সংসর্গতত্ত্বের নিরিখে উপভাষা ও ভাষার বিকাশ এবং তার শ্রেণিকরণ'। আলোচনার সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করেন অধ্যাপক হাকিম আরিফ এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) শেখ মো. কাবেদুল ইসলাম। বিশেষ অতিথির বক্তব্য প্রদান করেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়-মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের যুগ্মসচিব জনাব মাহমুদুল ইসলাম;

উপভাষা বিষয়ক কর্মশালা

- **খুলনা বিভাগ**

খুলনা অঞ্চলের উপভাষা : রূপবৈচিত্র্য অনুসন্ধান, সংরক্ষণ ও সম্ভাবনা শীর্ষক কর্মশালা

- খুলনা জেলা সার্কিট হাউজ সম্মেলন কক্ষে ২০১৬ সালের ৬ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হয় খুলনা অঞ্চলের উপভাষা : রূপবৈচিত্র্য অনুসন্ধান, সংরক্ষণ ও সম্ভাবনা শীর্ষক কর্মশালা। দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত এ কর্মশালার আয়োজন ও অর্থায়ন করে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই) এবং বাস্তবায়নে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে খুলনা বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়। কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন খুলনা বিভাগের সকল জেলা থেকে আগত উপভাষা বিষয়ক স্থানীয় বিশেষজ্ঞ, সরকারি কর্মকর্তা, গবেষক, কবি, সাহিত্যিক, সংস্কৃতিকর্মী, বিশ্ববিদ্যালয় এবং সরকারি ও বেসরকারি কলেজের বাংলাভাষার শিক্ষক, স্কুল শিক্ষক, এবং সাংবাদিকবৃন্দ। প্রধান অতিথি হিসেবে কর্মশালার শুভ উদ্বোধন করেন খুলনা বিভাগীয় কমিশনার (অতিরিক্ত সচিব) মো. আবদুস সামাদ। সভাপতিত্ব করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ) শেখ মো. কাবেদুল ইসলাম;

- **রংপুর বিভাগ**

রংপুর অঞ্চলের উপভাষা : রূপবৈচিত্র্য অনুসন্ধান, সংরক্ষণ ও সম্ভাবনা শীর্ষক কর্মশালা

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের অর্থায়ন ও তত্ত্বাবধানে এবং রংপুর বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ের আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয় 'রংপুর অঞ্চলের উপভাষা : রূপবৈচিত্র্য অনুসন্ধান, সংরক্ষণ ও সম্ভাবনা' শীর্ষক কর্মশালা। অংশগ্রহণকারী ছিলেন রংপুর বিভাগের সকল জেলা থেকে আগত ভাষাবিষয়ক বিশেষজ্ঞ, লেখক, গবেষক, কবি, সাহিত্যিক, সংস্কৃতিকর্মী, বিশ্ববিদ্যালয় এবং সরকারি ও বেসরকারি কলেজের বাংলাভাষার শিক্ষক, স্কুল শিক্ষক, সাংবাদিক এবং সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ। অতিরিক্ত সচিব ও আমাই-এর পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ) শেখ মো. কাবেদুল ইসলাম কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন। প্রধান অতিথি হিসেবে কর্মশালার শুভ উদ্বোধন করেন রংপুর বিভাগীয় কমিশনার কাজী হাসান আহমেদ;

- মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাধীন পরিকল্পনা ও উন্নয়ন উইং-এর পিপিপি সেলের মাধ্যমে পিপিপি রেসিডেন্সিয়াল স্কুল স্থাপন এবং সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে অবকাঠামো নির্মাণের লক্ষ্যে একটি ডিপিপি প্রণয়নে ২০১৬ সালের ২৭ অক্টোবর নায়েমের কনফারেন্স রুমে একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়;

- ২০১৬ সালের ২০ আগস্ট যুক্তরাজ্যের University of Derby এর British Academic & Former Chancellor, Sir Christopher John Elinger Ball ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে What are Universities for in the 21st Century-শীর্ষক বক্তৃতা প্রদান করেন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টা ড. গওহর রিজভী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যবৃন্দ, শিক্ষাবিদ ও অধ্যাপকসহ স্বনামধন্য ব্যক্তিবর্গ;

(i) ২০১৬ সালের ২৩ আগস্ট 'MCQ প্রশ্নমালা প্রস্তুতি' শীর্ষক জাতীয় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান প্রফেসর আবদুল মান্নান। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন কমিশনের সম্মানিত সদস্য ড. মোহাম্মদ ইউসুফ আলী মোল্লা;

- ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি ফর অটিজম এন্ড নিউরোডেভেলপমেন্টাল ডিজঅ্যাবিলিটিজ (NAAND)-এর উদ্যোগে ৫০টি উপজেলায় দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত অটিজম ওরিয়েন্টেশন ওয়ার্কশপে ৫ হাজার এবং ৬০টি উপজেলায় দিনব্যাপী অটিজম ওরিয়েন্টেশন ওয়ার্কশপে ৬ হাজার শিক্ষক অংশগ্রহণ করেন;

- ২০১৭ সালের ১মার্চ অটিজম ও এনডিডি শিক্ষার্থীদের

সাধারণ শিক্ষা

শিক্ষা মন্ত্রণালয়-মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ কর্তৃক সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ নির্মূলের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। জঙ্গিবাদ বিরোধী সচেতনতামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নে সকল প্রতিষ্ঠানকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এগুলো হলো :

(i) যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া ১০ দিনের বেশি অনুপস্থিত শিক্ষার্থীদের সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সনাক্ত করবে এবং অনুপস্থিতির কারণ সন্দেহজনক বলে প্রতীয়মান হলে উক্ত শিক্ষার্থীদের তথ্য উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তাকে অবহিত করবে। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা প্রাপ্ত তথ্য উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার মাধ্যমে জেলা প্রশাসককে অবহিত করবেন। মেট্রোপলিটন এলাকায় অবস্থিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের তথ্য জেলা শিক্ষা কর্মকর্তার মাধ্যমে জেলা প্রশাসকের কাছে প্রেরণ করবে। তথ্য প্রাপ্তির পর জেলা প্রশাসক পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এছাড়াও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জঙ্গিবাদ বিরোধী কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য নিম্নে বর্ণিত কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে;

জঙ্গিবাদ বিরোধী সমাবেশে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী

- ২০১৬-১৭ অর্থবছরে স্কুল, কলেজ, মাদরাসা ও সাধারণ ক্যাটাগরিতে ৯৩০০জনকে ২৩২কোটি টাকা, হজ্বযাত্রী ১১০০জনকে ৩২কোটি টাকা, মুক্তিযোদ্ধা ৪৩৫জনকে ১৬কোটি টাকা, অসুস্থ ৯০০জনকে ৩২কোটি টাকা ও মৃত বিশেষ ১২০০জনকে ৩৬কোটি টাকাসহ সর্বমোট ১২,৯৩৫জন শিক্ষক কর্মচারীর মাঝে ৫৪০কোটি ৬৮লাখ ৩০হাজার টাকার অবসর সুবিধার চেক প্রদান করা হয়;

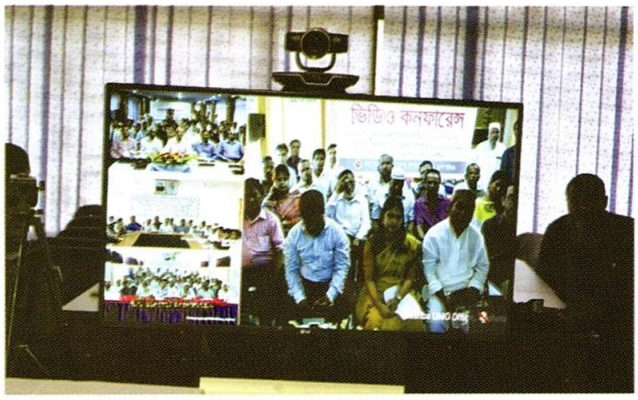

অবসর সুবিধা বোর্ড ও কল্যাণ ট্রাস্টের ভিডিও কনফারেন্স

- মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাধীন সেসিপ প্রোগ্রামের মাধ্যমে শিক্ষা অবকাঠামো ডিজাইনে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের বিষয়টি যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে অবকাঠামোর ডিজাইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে Guidelines for minimum construction standards শীর্ষক পলিসি ডকুমেন্টস-এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে;

- পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক আপত্তিকৃত ১৬হাজার ৫০০টি এম.পি.ও.ভুক্ত বিদ্যালয়ের প্রাপ্ত ব্রডশিট জবাব যাচাই-বাছাই সাপেক্ষে বিধি মোতাবেক নিষ্পত্তির লক্ষে সুপারিশসহ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে;

(i) পরিদর্শন ও নিরীক্ষার মাধ্যমে মানবপাচার, বাল্যবিবাহ এবং ইভটিজিং প্রতিরোধে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টি এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে নিয়োগের ক্ষেত্রে কোটা যথাযথভাবে পূরণে তদারকি করা হচ্ছে;

(ii) ২০১৬-১৭ অর্থবছরে পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের মাধ্যমে ২হাজার ৯শ ১৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিদর্শন ও নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। বিধি অনুযায়ী ৯কোটি ৭০লাখ ৪৩হাজার ৭শ ৬৪ টাকা সরকারি কোষাগারে ফেরতের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে;

(iii) পরিদর্শন ও নিরীক্ষায় পিয়ার ইন্সপেকশন কর্মসূচি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য একটি সফটওয়্যার প্রস্তুত করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ২০১৮ সালের জানুয়ারি মাসে ৩৬হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পিয়ার ইন্সপেকশন চালু করা হবে। উল্লেখ্য যে, ইতোমধ্যে বিভিন্ন স্তরের ৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পিয়ার ইন্সপেকশন সফটওয়্যারের পাইলটিং করা হয়েছে। এ পাইলটিং কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করেছেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি.; সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ এবং সচিব, কারিগরি ও মাদরাসা শিক্ষা বিভাগ;

- সেকেন্ডারি এডুকেশন কোয়ালিটি এন্ড অ্যাকসেস এনহান্সমেন্ট প্রজেক্ট (SEQAEP)-এর আওতায় সারা দেশে গণিত, ইংরেজি ও বিজ্ঞান বিষয়ে এ পর্যন্ত প্রায় ৩৭লাখ ৮০হাজার ৬শ ১৩টি অতিরিক্ত ক্লাস নেওয়া হয়েছে। এ কার্যক্রমের জন্য বিভিন্ন সময়ে ৯হাজার ৪শ ৪৭জন শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়। প্রকল্পটির আওতায় ৫হাজার ৪শ ৫২জন অতিরিক্ত শিক্ষক কর্মরত আছেন। এর ফলে বিদ্যালয়ে নিযুক্ত শিক্ষকদের অতিরিক্ত ক্লাসের চাপ কমেছে। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে ৬লাখ ৯০হাজার ৩শ ৪০টি অতিরিক্ত ক্লাস নেওয়া হয়েছে এবং ১হাজার ৭শ জন অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে;

- শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও প্রতিষ্ঠানকে উদ্দীপনা পুরস্কার প্রদান করা হচ্ছে। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে ১লাখ ৫০হাজার ৮শ ২৫জন শিক্ষার্থীকে Best student achievement award, ১লাখ ২৮হাজার ৫শ ৫৩জন শিক্ষার্থীকে SSC pass award এবং ১৪০২টি প্রতিষ্ঠানকে ইনসেনটিভ অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়েছে;

- বিদ্যালয়ে সুবিধা বৃদ্ধিকরণ (আই.এস.এফ.) কর্মসূচির আওতায় ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে ২৭০টি শ্রেণিকক্ষ সংস্কার, ৫৮টি ওয়াশব্লক, ২০০টি লোকস্ট ওয়াশব্লক, ১০০টি ডিপ টিউবওয়েল, ১০০টি সোলার ওয়াটার ট্রিটমেন্ট স্থাপন করা হয়েছে;

- বইপড়াকে উৎসাহিত করতে ২০১৭ সালের জুন পর্যন্ত ব্যয় করা হয়েছে ৩৬কোটি ৯৪লাখ ৪০হাজার ১৭টাকা। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে ১১হাজার ৯শ ৮২টি মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ২০লাখ ৭৪হাজার ৪শ ২৪জন শিক্ষার্থীকে বইপড়া কর্মসূচির সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। পুরস্কার হিসাবে ১১লাখ ৪১হাজার ৯শ ৪২জন শিক্ষার্থীকে ১৭লাখ ৭৫হাজার ৮শ ৯৪টি বই দেওয়া হয়েছে। পুরস্কার হিসেবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে আরও ১লাখ ২৭হাজার ২শ ৭১টি বই সরবরাহ করা হয়েছে;

- বিদ্যালয় ও পরিদর্শন শাখার ৬ষ্ঠ গ্রেডে পদোন্নতির জন্য ফিডার পদ ৪বছরের স্থলে ৫বছর নির্ধারণ (ফিডার পদ : সহকারী প্রধান শিক্ষক ও সহকারী জেলা শিক্ষা অফিসার), প্রধান শিক্ষক, জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, বিদ্যালয় পরিদর্শক ও সহকারী পরিচালক এর পদ (৬ষ্ঠ গ্রেড) পরস্পর বদলিযোগ্য এবং ৬ষ্ঠ গ্রেডের পদ থেকে ৫ম গ্রেডের আঞ্চলিক উপপরিচালক পদে পদোন্নতি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে;

- মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাধীন সরকারি স্কুলের কর্মকর্তা, শিক্ষক, কর্মচারীদের পিডিএস এর জন্য সফটওয়্যার তৈরি এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কর্মকর্তা, শিক্ষক ও কর্মচারীদের তথ্যাদি অনলাইনের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হচ্ছে;

- ২০১৭ সালে অনুষ্ঠিত ৩৪তম বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কিন্তু ক্যাডার পদের জন্য সুপারিশকৃত নয় এমন ৪৫০জনকে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগের লক্ষ্যে পুলিশ ভেরিফিকেশনের মাধ্যমে ২৮৯জন শিক্ষককে পদায়ন করা হয়েছে। এছাড়াও ৩৫তম বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কিন্তু ক্যাডার পদের জন্য সুপারিশ প্রাপ্ত নয় এমন ১হাজার ৫শ ১৮জনকে সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে;

- সরকারি কলেজে কর্মরত প্রভাষক হতে সহকারী অধ্যাপক পদে ৪২৯জন, সহকারী অধ্যাপক হতে সহযোগী অধ্যাপক পদে ৪৯৫জন এবং সহযোগী অধ্যাপক হতে অধ্যাপক পদে ২৭৪জনকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও সরকারি কলেজের ২৮৭জন প্রদর্শককে প্রভাষক পদে পদায়ন করা হয়েছে;

- প্রতিবছরের মত ৪৫তম গ্রীষ্মকালীন জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০১৬, শহিদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত স্টেডিয়াম, কুমিল্লায় অনুষ্ঠিত হয়। এ প্রতিযোগিতায় সর্বমোট প্রতিযোগী ছিল ২৬৪জন ছাত্রসহ ৫২৮জন শিক্ষার্থী। উল্লেখ্য যে, জাতীয় পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন ও রানার-আপ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে যথাক্রমে ১২হাজার ও ১০হাজার টাকা মূল্যের ক্রীড়াসামগ্রী এবং ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারী প্রতিযোগীকে প্রণোদনা হিসেবে যথাক্রমে ৫০হাজার, ৪০হাজার ও ৩০হাজার টাকার চেক প্রদান করা হচ্ছে।

জাতীয় স্কুল ও মাদরাসা ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০১৬ উপলক্ষে পুরস্কার বিতরণ করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

এর আওতায় ১৫০০টি কলেজে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হবে। ৩৩৮টি কলেজে ল্যাব স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে;

- শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষে জেলা সদরে অবস্থিত সরকারি পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজের উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৭০টি কম্পিউটার ল্যাব ও ৬০০টি মাল্টিমিডিয়া শ্রেণিকক্ষ স্থাপন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে;

- টিচিং কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট (T.Q.I.-II)-ইন সেকেন্ডারি এডুকেশন প্রকল্পের মাধ্যমে ডিজিটাল কনটেন্ট ডেভেলপমেন্ট, হার্ডওয়্যার, ট্রাবলশুটিং এবং অ্যাডভান্সড আই.সি.টি. বিষয়ে শিক্ষকদেরকে প্রশিক্ষিত করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে নবম ও দশম শ্রেণির জন্য ৩টি বিষয়ে ই-ম্যানুয়েল (পদার্থবিদ্যা, রসায়ন এবং বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়) প্রণয়ন এবং ছয়টি বিষয়ে ই-লার্নিং (ইংরেজি, গণিত, হিসাববিজ্ঞান, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও জীববিজ্ঞান) উপকরণ উন্নয়ন ও প্রস্তুত করা হয়েছে। এছাড়াও ই-লার্নিং এবং ই-ম্যানুয়েলসমূহ এন.সি.টি.বি.-র ওয়েবপোর্টালসহ ৭৮টি ক্লাস্টার সেন্টার স্কুল ই-লার্নিং সেন্টারের জন্য ব্যবহার করা সম্ভব হয়েছে;

- ব্যানবেইস কর্তৃক উপজেলা পর্যায়ে U.I.T.R.C.E. প্রকল্পের আওতায় ১২৫টি উপজেলায় স্থাপিত উপজেলা আইসিটি ট্রেনিং এন্ড রিসোর্স সেন্টার ফর এডুকেশন (U.I.T.R.C.E.) এ ৭২হাজার শিক্ষককে আইসিটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;

(i) ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৩৯হাজার ৩শ ২৭জন ব্যবহারকারী ব্যক্তি ব্যানবেইস ডিজিটাল লাইব্রেরি ব্যবহার করেছেন এবং শিক্ষা সেন্টারের প্রায় ১৩টি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানকে ব্যানবেইস সার্ভারের সাথে লিংক প্রদান করা হয়েছে;

(ii) ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ব্যানবেইস ডকুমেন্টেশন সেন্টার ১০টি জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত শিক্ষা বিষয়ক ৮৩হাজার ৫শ পেপার-ক্লিপিং স্ক্যান সার্চ এনাবেল পিডিএফ করে গ্রিনস্টোন সফটওয়্যারে ওয়েব এনাবল করা হয়েছে;

- ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৬হাজার প্রতিষ্ঠানের ভৌগোলিক অবস্থান হালনাগাদ করা হয়েছে;

- শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বিদেশে শিক্ষালাভের জন্য প্রাপ্ত Scholarship-এর প্রার্থী নির্বাচন প্রক্রিয়া Online সফটওয়্যারের মাধ্যমে ব্যানবেইসে সম্পন্ন হচ্ছে;

- K.O.I.C.A-এর সহায়তায় ১০০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব এবং মাল্টিমিডিয়া শ্রেণিকক্ষ স্থাপন করা হয়েছে;

(i) উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৫৬৬টি প্রিন্টার, ২৫১টি ফটোকপিয়ার, ইউ.পি.এস.সহ ৩৮৫টি ডেস্কটপ, ৫১টি মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর বিতরণ করা হয়েছে।

কোরিয়ান এক্সিম ব্যাংকের অর্থায়নে ও ব্যানবেইস কর্তৃক বাস্তবায়িত ১৬০টি উপজেলায় আইসিটি ট্রেনিং ও রিসোর্স সেন্টার স্থাপনে এমওডি স্বাক্ষর

- প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি নিশ্চিতকরণে আর্থিক অনুদান হিসেবে ৯১জনকে ২লাখ ১১হাজার টাকা অনুদান দেওয়া হয়েছে এবং দুর্ঘটনায় আহত ৫জন শিক্ষার্থীকে আর্থিক অনুদান দেওয়া হয় ১লাখ ৫হাজার টাকা;
- **২০১৬-১৭ অর্থবছরে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের মাঝে বিতরণকৃত উপবৃত্তির অর্থ ও শিক্ষার্থীর সংখ্যা নিম্নরূপ :**

প্রকল্পের নাম	উপবৃত্তি প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা			বিতরণকৃত অর্থের পরিমাণ (লাখ টাকায়)		
	ছাত্র	ছাত্রী	মোট	ছাত্র	ছাত্রী	মোট
মাধ্যমিক শিক্ষা উপবৃত্তি ২য় পর্যায় জুলাই ২০১৬	২৪৩২১৩	৮৯৮৫২১	১১৪১৭৩৪	৪৫৫০.৬৮	১৬৩৯৫.৬৬	২০৯৪৬.৩৪
সেসিপ প্রোগ্রাম	১১৯৬২৩	১৭৯৪৩৪	২৯৯০৫৭	২০৫৪.৯৭	৩০৮২.৪৫	৫১৩৭.৪২
সেকায়েপ প্রকল্প	৭৩২৫৬৪	১১৩৫৪৯১	১৮৬৮০৫৫	১২৩০৪.৩৬	১৭৮৮১.৮২	৩০১৮৬.১৮
সর্বমোট (জুলাই ২০১৬ - জুন ২০১৭)	১০৯৫৪০০	২২১৩৪৪৬	৩৩০৮৮৪৬	১৮৯১০.০১	৩৭৩৫৯.৯৩	৫৬২৬৯.৯৪
উচ্চ মাধ্যমিক উপবৃত্তি প্রকল্প (জুলাই ২০১৬- জুন ২০১৭)	১.১১	৪.৪৫	৫.৫৬	৩০৪২.৩৫	১২১৬৯.৪১	১৫২১১.৭৬

সূত্র: মাউশি

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট-এর অর্থে পরিচালিত স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের শিক্ষার্থীর মাঝে উপবৃত্তি প্রদান করেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী

বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ

বই বিতরণে মাননীয় প্রধামন্ত্রী

সকলের জন্য শিক্ষার সমান সুযোগ সৃষ্টি, ঝরে পড়া কমানো এবং প্রতিটি শিশুকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধরে রাখতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করে চলছে। ২০১০ সাল থেকে প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক থেকে নবম-দশম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার সকল স্তরে সকল শিক্ষার্থীর মধ্যে বিনামূল্যে পাঠ্যবই বছরের প্রথম দিনেই বিতরণ করা হচ্ছে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক (বাংলা ও ইংরেজি ভার্সন), মাধ্যমিক (বাংলা ও ইংরেজি ভার্সন), ইবতেদায়ি, দাখিল ও দাখিল (ভোকেশনাল) স্তরে সকল বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, সংশোধন, পরিমার্জন ও মুদ্রণ করে ও প্রতিবছর ১ জানুয়ারি শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিয়োজিত।

২০১৭ সালের ১জানুয়ারি পাঠ্যপুস্তক উৎসবে শিক্ষার্থীর হাতে বই তুলে দিচ্ছেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী

(i) শিক্ষক নির্দেশিকা ও অন্যান্য উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে ১কোটি ৫০লাখ ৮৬হাজার ৪৫২টি;

(ii) প্রাথমিক স্তরের ৫টি বিষয়ের মোট ১৬টি ডিজিটাল ইন্টারঅ্যাকটিভ পাঠ্যপুস্তকে উন্নয়ন করা হয়েছে;

(iii) মাধ্যমিক স্তরের নবম-দশম শ্রেণির ৬টি বিষয়ের মোট ৬টি পাঠ্যপুস্তক ই-লার্নিং পাঠ্যপুস্তকে উন্নয়ন করা হয়েছে। একই শ্রেণির ৩টি বিষয়ের ম্যানুয়াল শিক্ষকদের জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে।

পাঠ্যপুস্তক উৎসবের বিশেষ মুহূর্ত

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ২০১৬ পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মো. আবদুল হামিদ

মননশীল ও সৃজনশীল জাতি গঠনই বর্তমান সরকারের লক্ষ। দেশের মাধ্যমিক, কলেজ, কারিগরি ও মাদরাসার শিক্ষার্থী, শিক্ষক, জেলা ও উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, প্রতিষ্ঠান প্রধানের স্ব-স্ব ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতি প্রদানের উদ্দেশে জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ উদযাপন করা হচ্ছে। এ কর্মসূচিতে মাধ্যমিক, কলেজ, কারিগরি ও মাদরাসা স্তরের শিক্ষার্থীরা ৪টি গ্রুপে ১৪টি বিষয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে থাকে। প্রতি গ্রুপ থেকে প্রতি বিষয়ে ১জন করে শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থী উপজেলা, জেলা, আঞ্চলিক পর্যায়ে বিজয়ী হয়ে জাতীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। এ ছাড়াও শিক্ষা সপ্তাহে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক, শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান, শ্রেষ্ঠ মাধ্যমিক ও জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা নির্বাচন ও মনোনীতকে পুরস্কার প্রদান করা হয়।

- ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বাংলাদেশ, শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস) পরিচালিত ৩টি গবেষণাকর্ম সম্পন্ন হয়েছে। সেগুলো হলো :

(১) Study on Joyful Teaching Learning at Secondary Schools in Bangladesh.

(২) Study on Present Situation of Technical Education and its Relation with the Job Market in Bangladesh.

(৩) Study on Challenges of Girl students at Secondary Education in Rural Area of Bangladesh.

- শিক্ষা মন্ত্রণালয় ২০০৯ সাল থেকে দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে উচ্চতর গবেষণা কাজে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে আসছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বিদেশে শিক্ষা লাভের জন্য প্রাপ্ত scholarship গুলোর প্রার্থী নির্বাচন প্রক্রিয়া আধুনিক সফটওয়্যারের মাধ্যমে online-এ ব্যানবেইস সম্পন্ন করে থাকে। Grants for Advance Research in Education (GARE) নামক e-management software এর মাধ্যমে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে online-G তে ২১০টি গবেষণা প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে। শিক্ষাখাতে উচ্চতর গবেষণা সহায়তা কর্মসূচির আওতায় ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে ১৬৬টি গবেষণা প্রকল্পের বিপরীতে ১৫কোটি টাকা অর্থায়ন করা হয়েছে;

- ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ব্যানবেইস কর্তৃক ১০ ধরনের বৈদেশিক বৃত্তির জন্য ১৮৫০জন প্রার্থীর আবেদন প্রক্রিয়াকরণ ও মেধা তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে ;

- ২০১৬-১৭ অর্থবছরে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম)-এর উদ্যোগে শিক্ষা বিষয়ক ১২টি গবেষণাকর্ম সম্পন্ন হয়েছে;

- প্রতিবন্ধী শিশুদের মূলধারার শিক্ষার সাথে একীভূত করতে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়নাধীন 'ন্যাশনাল একাডেমি ফর অটিজম এন্ড নিউরোডেভেলপমেন্টাল ডিজঅ্যাবিলিটিস' (NAAND) প্রকল্পের মাধ্যমে অটিজম বিষয়ক ২০০জন মাস্টার ট্রেইনারসহ ও ১হাজার ৬শ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে;

- এইচ.এস.টি.টি.আই.-এ বেসরকারি কলেজের জন্য আয়োজিত বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণে ২হাজার ৩শ ৫০জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে;

- দক্ষিণ কোরিয়াতে আই.সি.টি. বিষয়ে ১৯জন শিক্ষক ও কর্মচারী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। এ ছাড়াও ভারতের আইটেক (itech) -এ ৩৩জন শিক্ষক প্রশিক্ষণে অংশ নিয়েছেন;

- এল.এস.বি.ই. ইয়াং চ্যাম্পিয়ন বিষয়ে ৬০০জন এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ৪০১জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে;

- ব্যানবেইস-এ স্থাপিত BKITICE-তে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে রাজস্বখাতের আওতায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়াধীন ৭৩৮জন কর্মকর্তা, কর্মচারী ও সরকারি-বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষককে আই.সি.টি. বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। উপজেলা পর্যায়ে ১২৫টি উপজেলায় আই.সি.টি. ট্রেনিং এন্ড রিসোর্স সেন্টার ফর এডুকেশন (U.I.T.R.C.E.)-এর আওতায় ৭২হাজার শিক্ষককে আই.সি.টি. বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। শিক্ষা ব্যবস্থাপনার মানোন্নয়নে রেকর্ড ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ৩৩৩জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে;

আই.সি.টি. প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

- জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এন.সি.টি.বি.)-র আয়োজনে এবং সেসিপ-এর অর্থায়নে মাধ্যমিক স্তরে বিজ্ঞান শিক্ষকগণের হাতেকলমে প্রশিক্ষণে ৫৬হাজার এবং টিচার্স কারিকুলাম গাইড প্রশিক্ষণে ২০হাজার শিক্ষকের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া কর্মকর্তা-কর্মচারী প্রশিক্ষণে ১০জন, হাতেকলমে বিজ্ঞান শিক্ষার মাস্টার ট্রেইনার প্রশিক্ষণে ৮৪১জন অংশগ্রহণ করেছেন;

- প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট-এর উদ্যোগে দক্ষতা ও উন্নয়ন বিষয়ে ৩দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ-কর্মশালায় ১৮জন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন;

- ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে রাজস্ব ও উন্নয়ন খাতে নায়েম আয়োজিত বিভিন্ন ধরনের ৫৯৫টি প্রশিক্ষণে ৪৮হাজার ১শ ৪১জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন;

দিনের কম্পিউটার হার্ডওয়ার ও ট্রাবলশুটিং প্রশিক্ষণে ১৪০২২জন, ২১ দিনের প্রধান শিক্ষকগণের প্রফেশনাল লিডারশিপ প্রশিক্ষণে ১৪৫১জন;

প্রফেশনাল লিডারশিপ প্রশিক্ষণ

প্রধান শিক্ষকগণের ৩৫ দিনের প্রি-সার্ভিস প্রশিক্ষণে ৩০৫৫ জন, ৬ দিনের প্রধান শিক্ষকগণের ফলোআপ প্রশিক্ষণে ২৬৪৩ জন, ২৪ দিনের বিষয়ভিত্তিক সিপিডি প্রশিক্ষণে ৬২১৩জন, ৩ মাসের সেকেন্ডারি টিচিং সার্টিফিকেট প্রশিক্ষণে ৬৮৭জন, বিএড কারিকুলাম বিস্তরণ প্রশিক্ষণে ৯৮৫জন, এসএমসি, গভার্নিংবডির প্রশিক্ষণে ২১৪৯জন, ১০দিনের মাউশির কমকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণে ৩৯ জন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন;

টিকিউআই-২ আয়োজিত একটি প্রশিক্ষণের একাংশ

- সেসিপ-এর আওতায় ১লাখ ৩৮হাজার ৭শ ৪১জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি বিষয়ে ১৫৩৮জন, হাতেকলমে বিজ্ঞান শিক্ষায় ১৮২৪৫জন, পিবিএম বিষয়ে ৪১২৩৬জন, জীবন দক্ষতাভিত্তিক প্রশিক্ষণে ৫৪৯০১জন, শিক্ষাক্রম নির্দেশিকা বিষয়ে ২১০০০জন এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি বিষয়ে ১৮২১জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে;

- জেনারেশন ব্রেক থ্রু প্রকল্পের মাধ্যমে GEMS (Gender Based Violence)-বিষয়ে ১হাজার ৪শ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে;

- মাউশি প্রশিক্ষণ শাখার উদ্যোগে ৬০২৮জন শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। এর মধ্যে সরকারি কলেজের প্রভাষক ও সহকারী অধ্যাপক পর্যায়ের ৬৬০জন এবং অধিদপ্তরে কর্মরত ১৮০জন কর্মচারীকে আই.সি.টি. বিষয়ে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিষয়ে ৪০১জন, জীবনদক্ষতা ও ইয়ং চ্যাম্পিয়ন বিষয়ে ১৫০০জন ও বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণে ২৩৫০জন অংশগ্রহণ করেছেন;

- সেকেন্ডারি এডুকেশন কোয়ালিটি অ্যান্ড অ্যাকসেস এনহান্সমেন্ট প্রজেক্ট (S.E.Q.A.E.P.)-এর আওতায় ৭ হাজার ৯শ ৩৪ জন অতিরিক্ত শ্রেণি শিক্ষককে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;

- তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষে নির্বাচিত বেসরকারি কলেজসমূহের উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে ৯শ ৬০ জন বিজ্ঞান শিক্ষককে আই.সি.টি. বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;

- ব্যানবেইস-এর উদ্যোগে শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে কোরকমিটির সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ই-ফাইলিং বিষয়ে টি.ও.টি. কোর্সে বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশনের যথাক্রমে ৫জন ও ৩জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেছেন। UNESCO Participation কর্মসূচির আওতায় UNESCO-এর অর্থায়নে দেশের ৯টি অঞ্চলে ৩৩৯টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে Record keeping, compiling and sharing বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;

- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট-এর উদ্যোগে প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যবহার বিষয়ক প্রশিক্ষণে ২০১৬ ও ২০১৭ সালে সাধারণ শিক্ষক, পি.টি.আই.-প্রশিক্ষক ও কর্মকর্তাসহ মোট ১৯৪ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে;

- ২০১৬ সালে অস্ট্রেলিয়ার Macquarie University-তে Professional/ Intensive Training Program–এ শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বি.ম.ক. ও উচ্চশিক্ষা মানোন্নয়ন প্রকল্পের ৬০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেছেন ;

- ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর আয়োজিত অনলাইন প্রশ্ন ব্যাংকে প্রশ্ন আপলোড ২হাজার ৫শ জন এবং প্রশ্ন মডারেশন প্রশিক্ষণ কর্মশালায় ২০০জন শিক্ষক অংশগ্রহণ করেছেন।

(৯) UGC Profile (১০) Universities of Bangladesh (১১) Microeconomics with Simple Mathematics (2nd Edition) (১২) ফরিদপুরের উপভাষা : আন্বয়িক গঠন এবং (১৩) The Socio-Economic History of Pabna District, 1872-1935;

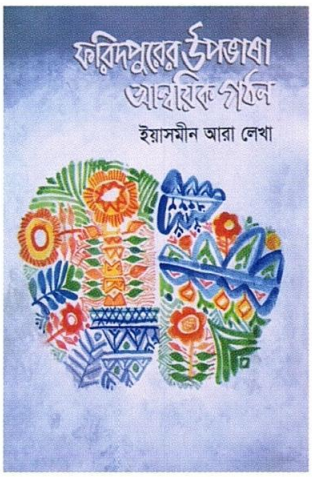

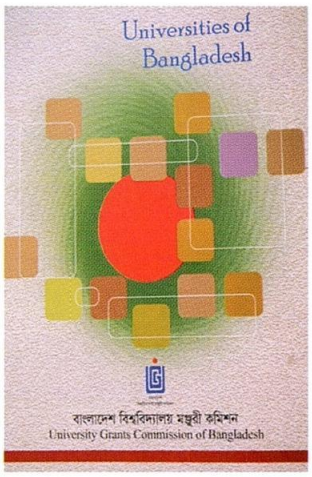

- সেকেন্ডারি এডুকেশন কোয়ালিটি অ্যান্ড অ্যাকসেস এনহান্সমেন্ট প্রজেক্ট (S.E.Q.A.E.P.) এর মাধ্যমে 'যেতে হবে বহুদূর' (বাংলা ও ইংরেজি ভার্সন) পুস্তিকার ৫ লাখ কপি মুদ্রণ ও বিতরণ করা হয়েছে;

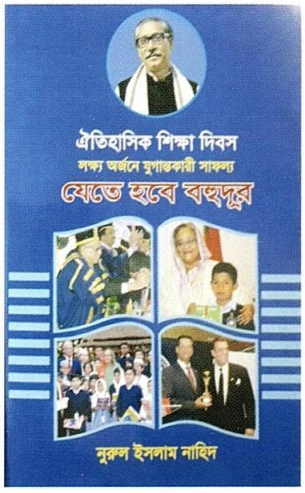

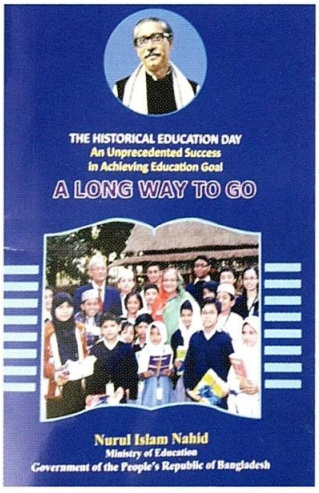

- ২০১৭ সালের ৮মার্চ বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন এবং ইউনেস্কো ঢাকা অফিসের যৌথ উদ্যোগে গ্লোবাল এডুকেশন মনিটরিং (GEM) রিপোর্ট ২০১৬ (বাংলা ভার্সন) প্রকাশিত হয়েছে;

- ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে বি.এন.সি.ইউ.-এর ৪টি প্রতিবেদন ও ১টি নিউজলেটার প্রকাশিত হয়েছে;

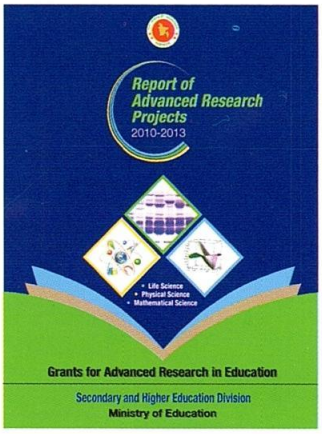

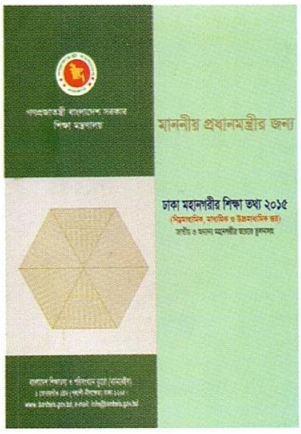

- ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে এন.সি.টি.বি.র উদ্যোগে প্রাক-প্রাথমিক স্তরের ৮টি, প্রাথমিক স্তরের বাংলা ভার্সন ৩৩টি, ইংরেজি ভার্সন ২৩টি, মাধ্যমিক স্তরের বাংলা ভার্সন ১০২টি, ইংরেজি ভার্সন ৬৫টি, ইবতেদায়ি স্তরের পাঠ্যপুস্তক ৩৬টি, দাখিল স্তরের পাঠ্যপুস্তক ৭১টি, কারিগরি স্তরের পাঠ্যপুস্তক ৬১টি, দাখিল ভোকেশনাল স্তরের পাঠ্যপুস্তক ১০টি, উচ্চমাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক ৩টি, ব্রেইল পাঠ্যপুস্তক ১১০টি এবং মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষক শিক্ষাক্রম নির্দেশিকা ৭১টি প্রকাশিত হয়;

- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট-এর বার্ষিক প্রতিবেদনসহ মাতৃভাষা জার্নালের (বাংলা ও ইংরেজি) ৪টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট-এর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে;

(i) আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট-এর নিউজ লেটার মাতৃভাষা বার্তা-এর বাংলা ও ইংরেজিসহ ৬টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে;

(ii) আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট-এর উদ্যোগে লিথুয়ানিয়ার ইতিহাস গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে;

(iii) আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট-এর উদ্যোগে ২০১৬ সালের ৬ নভেম্বর অনুষ্ঠিত খুলনা ও রংপুর অঞ্চলের উপভাষা বিষয়ক কর্মশালার প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে;

- Climate Change on Education for Sustainable Development (C.C.E.S.D.) এর জরিপোত্তর ডাটাবেইজ প্রস্তুত ও প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে;

- সেকায়েপ প্রকল্পাধীন ২১৫টি উপজেলার ৯৬২৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ২টি Compliance Verification Survey সম্পন্ন ও প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে;

(i) সেকায়েপ প্রকল্পাধীন ২১৫টি উপজেলায় ১০০১৪ জন PMT

❑ ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন কার্যক্রমের প্রকল্পভিত্তিক বিবরণ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

(ক) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হলের ৭মার্চ ভবনের অবশিষ্টাংশ নির্মাণ শীর্ষক বিনিয়োগ প্রকল্প (জানুয়ারি ২০১৫–জুন ২০১৭)। প্রকল্প ব্যয় : ৪৮৭০.০০লাখ টাকা। বাস্তব অগ্রগতি শতভাগ;

৭ মার্চ ভবন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

(খ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিসারদের জন্য ২০তলা (আবাসিক) শহীদ শেখ রাসেল টাওয়ার নির্মাণ প্রকল্প (মেয়াদ : জুলাই ২০১৫–জুন ২০১৮)। প্রকল্প ব্যয় : ৮৭৮১লাখ টাকা। আলোচ্য অর্থবছরে ২০১৭ সালের জুন পর্যন্ত ২৫০০লাখ টাকা ব্যয় করা হয়েছে এবং বাস্তব অগ্রগতি ২৮.৪৭ শতাংশ। ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৩০.৭৫ শতাংশ;

(ঘ) ডেভেলপমেন্ট অভ স্ট্রেস টলারেন্ট পিনাট (আরাসিস হাইপোজিয়া এল) ব্রিডিং লাইনস ইউজিং মডার্ন বায়োটেকনোলজি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প (মেয়াদ : জুলাই ২০০৯–জুন ২০১৭)। প্রকল্প ব্যয় : ১১৭.৯৬লাখ টাকা। আলোচ্য অর্থবছরে বাস্তব অগ্রগতি ৮.৪৮ শতাংশ। ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৭০.৫২ শতাংশ;

(ঙ) স্ট্রেংদেনিং দি ক্যাপাসিটি অব টিচিং এন্ড রিসার্চ ফ্যাসিলিটিজ এ্যাট দি ডিপার্টমেন্ট অব পপুলেশন সাইন্সেস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কারিগরি সহায়তা প্রকল্প (মেয়াদ : জানুয়ারি ২০১৪–মার্চ ২০১৭)। প্রকল্প ব্যয় : ৩৩২লাখ টাকা। আলোচ্য অর্থবছরে বাস্তব অগ্রগতি ২৪ শতাংশ। ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৬৭.৩১ শতাংশ;

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

(ক) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর উন্নয়ন ১ম পর্যায় শীর্ষক প্রকল্প (মেয়াদ : অক্টোবর ২০১১–জুন ২০১৬)। প্রকল্প ব্যয় : ৭৩২০লাখ টাকা। বরাদ্দকৃত এ অর্থ একাডেমিক ভবন নির্মাণ, শহীদ হাবিবুর রহমান হল সম্পন্নকরণ, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুননেছা হল নির্মাণ, বই পুস্তক ক্রয়, ওভারহেড ইলেকট্রিক লাইন ও ট্রান্সফরমার স্থাপন ইত্যাদি খাতে ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল। আলোচ্য অর্থবছরে বাস্তব অগ্রগতি ১৯ শতাংশ। ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৯৮ শতাংশ;

(খ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প (মেয়াদ : অক্টোবর ২০১১–জুন ২০১৬)। প্রকল্প ব্যয় : ৩৬৩৮লাখ টাকা। আলোচ্য অর্থবছরে বাস্তব অগ্রগতি ৮.৬৩ শতাংশ;

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

(ক) বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। আলোচ্য অর্থবছরে বরাদ্দকৃত অর্থে নতুন ছাত্রী হল নির্মাণ, শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলের উর্ধমুখী সম্প্রসারণ, আসবাবপত্র ক্রয় ও কনটিনজেন্সি খাতে ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল। ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি শতভাগ;

(খ) মলিকিউলার এপিডেমিওলজি অব মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম বভিস ইনফেকশন ইন এ্যানিম্যালস এন্ড ম্যান ইন

(গ) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (মেয়াদ : জানুয়ারি ২০১৬ –জুন ২০২১)। প্রকল্প ব্যয় : ৩৭৫৭১লাখ টাকা। এই বিনিয়োগ প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সংশোধিত এডিপিতে ৯৬৩লাখ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছিল। আলোচ্য অর্থবছরে ৯৬৩লাখ টাকা ব্যয় হয়েছে;

হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

(ক) হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (মেয়াদ : জানুয়ারি ২০১৩– জুন ২০১৭)। প্রকল্প ব্যয় : ৭৬২৯লাখ টাকা। এ বিনিয়োগ প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সংশোধিত এডিপিতে ১৫০৪লাখ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছিল। আলোচ্য অর্থবছরে ১৫০৪লাখ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৯১.৪৫ শতাংশ;

(খ) হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যায়ের বিশেষ উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প (মেয়াদ : জানুয়ারি ২০১৬ –জুন ২০১৯)। প্রকল্প ব্যয় : ১৫৬৮৫লাখ টাকা। এ বিনিয়োগ প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপিতে ১৫০০লাখ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছিল। আলোচ্য অর্থবছরে বরাদ্দকৃত ১৫০০ লাখ টাকা ব্যয় করা হয়েছে;

মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

(ক) মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প (মেয়াদ : জানুয়ারি ২০১৩–জুন ২০১৭)। প্রকল্প ব্যয় : ৫৬৯০লাখ টাকা। এ প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপিতে ১৯৯০লাখ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছিল। আলোচ্য অর্থবছরে বাস্তব অগ্রগতি ৩৪.৯৭ শতাংশ। ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি শতভাগ;

(খ) মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় শক্তিশালীকরণ শীর্ষক প্রকল্প (মেয়াদ : জুলাই ২০১৬ –জুন ২০১৯)। প্রকল্প ব্যয় : ৩৪৫৭৭লাখ টাকা। এই প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সংশোধিত এডিপিতে ৫০০২লাখ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছিল। আলোচ্য অর্থবছরে বাস্তব অগ্রগতি ১৪.৪৬ শতাংশ;

পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

(ক) পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প (মেয়াদ : জুলাই ২০১১ –জুন ২০১৭)। প্রকল্প ব্যয় : ১২০০৫লাখ টাকা। এই বিনিয়োগ প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সংশোধিত এডিপিতে ২৬১৭লাখ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছিল। আলোচ্য অর্থবছরে ২৬১৭লাখ টাকা ব্যয় করা হয়েছে এবং বাস্তব অগ্রগতি ২১.৭৯ শতাংশ। ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৯১.৯১ শতাংশ;

(খ) পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্প (মেয়াদ : জুন ২০১৬ –ডিসেম্বর ২০১৯)। প্রকল্প ব্যয় : ৩৫২৬৮লাখ টাকা। এ বিনিয়োগ প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সংশোধিত এডিপিতে ২২৩০লাখ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছিল। আলোচ্য অর্থবছরে ২২৩০লাখ টাকা ব্যয় করা হয়েছে;

চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

(ক) চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প (মেয়াদ : মার্চ ২০১৪ –জুন ২০১৮)। প্রকল্প ব্যয় : ৬৯২৯লাখ টাকা। এই বিনিয়োগ প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপিতে ২৫০০লাখ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছিল। বাস্তব অগ্রগতি ৩৬.০৮ শতাংশ। ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৬৪.৯৪ শতাংশ;

(খ) চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন প্রকল্প (মেয়াদ : ডিসেম্বর ২০১৬ –জুন ২০২১)। প্রকল্প ব্যয় : ৩২০০০লাখ টাকা। এই বিনিয়োগ প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সংশোধিত এডিপিতে ৩০০০লাখ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছিল। আলোচ্য অর্থবছরে ৩০০০ লাখ টাকা ব্যয় করা হয়েছে;

খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (মেয়াদ : জুলাই ২০১২ –জুন ২০১৮)। প্রকল্প ব্যয় : ১২২৯৮লাখ টাকা। এই উন্নয়ন প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপিতে ৩১১৩লাখ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছিল। আলোচ্য অর্থবছরে ৩১১৩লাখ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৮৩.০১ শতাংশ;

ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

(ক) ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল ফ্যাসিলিটিজ ফর দি ডিপার্টমেন্ট অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্ড প্রডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড দি ডিপার্টমেন্ট অব আর্কিটেকচার ইন ডুয়েট প্রকল্প (মেয়াদ : অক্টোবর ২০১৩–জুন ২০১৭)। প্রকল্প ব্যয় : ২২০০.০০লাখ টাকা। এ বিনিয়োগ প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সংশোধিত এডিপিতে ৮৯০লাখ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছিল। আলোচ্য অর্থবছরে ২২০০লাখ টাকা ব্যয় হয়েছে এবং ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি শতভাগ;

(খ) ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর উন্নয়ন

জুলাই ২০১৩ –জুন ২০১৮)। প্রকল্প ব্যয় : ৪৭৬১লাখ টাকা। এ বিনিয়োগ প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সংশোধিত এডিপিতে ১১২৫লাখ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছিল। ১১২৫লাখ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৭৭.৯৪ শতাংশ;

যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ও অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প (মেয়াদ: ডিসেম্বর ২০১৫ –জুন ২০২০)। প্রকল্প ব্যয় : ২৮১৮৯লাখ টাকা। এ বিনিয়োগ প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সংশোধিত এডিপিতে ৮০০০লাখ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছিল। আলোচ্য অর্থবছরে এ অর্থ ব্যয় করা হয়েছে এবং ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ২৮.৭৩ শতাংশ;

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প (মেয়াদ : ডিসেম্বর ২০১৫ –জুন ২০১৮)। প্রকল্প ব্যয় : ৯৭৫০লাখ টাকা। এ বিনিয়োগ প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সংশোধিত এডিপিতে ৩০০০লাখ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছিল। আলোচ্য অর্থবছরে এ অর্থ ব্যয় করা হয়েছে এবং বাস্তব অগ্রগতি ৩০.৭৬ শতাংশ। ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৪০.০০ শতাংশ;

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প (মেয়াদ : জানুয়ারি ২০১৪ –জুন ২০১৭)। প্রকল্প ব্যয় : ১০৫০০লাখ টাকা। এ বিনিয়োগ প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সংশোধিত এডিপিতে ৬০০০লাখ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছিল। আলোচ্য অর্থবছরে এ অর্থ ব্যয় করা হয়েছে এবং বাস্তব অগ্রগতি ৫৭.১৪ শতাংশ। ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৮০.৯৫ শতাংশ ;

নবনির্মিত একাডেমিক ভবন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন (সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প (মেয়াদ: জানুয়ারি ২০০৯ –জুন ২০১৭)। প্রকল্প ব্যয় : ১৭৩৬৫লাখ টাকা। এ বিনিয়োগ প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সংশোধিত এডিপিতে ৩৩৬৫লাখ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছিল। আলোচ্য অর্থবছরে এ অর্থ ব্যয় করা হয়েছে এবং বাস্তব অগ্রগতি ১৯.৩৭ শতাংশ। ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৮০.৬২ শতাংশ;

রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প (মেয়াদ : জানুয়ারি ২০১৩–জুন ২০১৮)। প্রকল্প ব্যয় : ১১৬৪৭লাখ টাকা। এ প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সংশোধিত এডিপিতে ৬৭৫৫লাখ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছিল। আলোচ্য অর্থবছরে এ অর্থ ব্যয় করা হয়েছে এবং বাস্তব অগ্রগতি ৫৮ শতাংশ। ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৯৩.৮৬ শতাংশ;

বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প (মেয়াদ : জানুয়ারি ২০১৪–জুন ২০১৭)। প্রকল্প ব্যয় : ১৮৩৬৫লাখ টাকা। এ প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সংশোধিত এডিপিতে ৬০০লাখ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। জুন, ২০১৭ পর্যন্ত মোট ১৫৬০লাখ টাকা ব্যয় হয়েছে এবং ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ১৮.৪৮ শতাংশ;

বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস

বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস এর উন্নয়ন প্রকল্প (মেয়াদ : জুলাই ২০১৫–ডিসেম্বর ২০১৮)। প্রকল্প ব্যয় : ২৫৬৮৮লাখ টাকা। এ প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সংশোধিত এডিপিতে ৬৯৮০লাখ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। আলোচ্য অর্থবছরে এ অর্থ ব্যয় করা হয়েছে এবং বাস্তব অগ্রগতি ২৭.১৭ শতাংশ। ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৩১.০৭ শতাংশ;

ইসলামি ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি

ইসলামি ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি, গাজীপুর এর আনুষঙ্গিক সুবিধাসহ ১২০ আসনবিশিষ্ট ছাত্রীনিবাস নির্মাণ প্রকল্প (মেয়াদ : জুলাই ২০১৫–জুন ২০১৭)। প্রকল্প ব্যয় : ১৬৪০ লাখ টাকা (জিওবি)। এ প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সংশোধিত এডিপিতে ৯৮৪লাখ টাকা (জিওবি) বরাদ্দ রাখা হয়েছে। আলোচ্য অর্থবছরে এ অর্থ ব্যয় করা হয়েছে এবং বাস্তব অগ্রগতি ৬০ শতাংশ। ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৯৮.০৪ শতাংশ;

বিন্নাকুরি দাখিল মাদরাসা, মুক্তাগাছা

- 'পাইকগাছা কৃষি কলেজ স্থাপন, খুলনা' শীর্ষক প্রকল্পটির সংশোধিত ডিপিপি মূল্য ১০১৫৫.৮৭লাখ টাকা (মেয়াদ: জানুয়ারি ২০১৪–জুন ২০১৯)। এ প্রকল্পের আওতায় খুলনা জেলার পাইকগাছা উপজেলায় একটি কৃষি কলেজ স্থাপন করা হবে। ইতোমধ্যে প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণ ও মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের মূল কার্যক্রম শুরুর লক্ষে প্রকল্পটির ডিপিপি সংশোধনপূর্বক ২০১৭ সালের ৯ জুলাই একনেক সভায় অনুমোদিত হয়;

- সখীপুর আবাসিক মহিলা কলেজের ৫০০ আসন বিশিষ্ট বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা ছাত্রীনিবাস নির্মাণ, সখীপুর, টাঙ্গাইল, শীর্ষক বিনিয়োগ প্রকল্পটির ডিপিপি মূল্য ২২০২.০২লাখ টাকা। (মেয়াদ : জুলাই ২০১৩–ডিসেম্বর ২০১৭)। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দ ছিল ২৫২.৭০ লাখ টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ১৮৭৭.৭০ লাখ টাকা। বাস্তব অগ্রগতি ৮৫ শতাংশ;

সখিপুর আবাসিক মহিলা কলেজের ৫০০ আসন বিশিষ্ট
বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা ছাত্রীনিবাস

- 'সদর দপ্তর ও জেলা কার্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর শক্তিশালীকরণ' প্রকল্প (জুলাই ২০১৪-জুন ২০২০)। আরডিপিপি বরাদ্দ : ৩৮৩১২.১৪লাখ টাকা। প্রকল্পভুক্ত প্রতিষ্ঠান : ৩৩টি, চলমান: ১০টি। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ ১০০০ লাখ টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ২৪২৮.৩৪লাখ টাকা;

- শেখ হাসিনা একাডেমি এন্ড উইমেন্স কলেজ, কালকিনি, মাদারীপুর-এর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (মেয়াদ : জুলাই ২০১৪- জুন ২০১৮) প্রকল্প মূল্য : ১৮১২.০০ লাখ টাকা;

প্রকল্পভুক্ত কার্যক্রমসমূহ

i) একাডেমিক-কাম-প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ (৫ তলা ভিতের ওপর ৪ তলা)

ii) একাডেমিক ভবন নির্মাণ (৫ তলা ভিতের ওপর ৪ তলা)

iii) ১০০ আসনের ছাত্রী হোস্টেল নির্মাণ (৫ তলা ভিতের ওপর ০৫ তলা)

iv) প্রিন্সিপাল ও সুপার কোয়ার্টার (৩ তলা ভিতের ওপর ৩ তলা)

v) অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ

vi) গভীর নলকূপ স্থাপনে ৩টি কাজের দরপত্র আহবান করা হয়েছে; ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দ ৭০২লাখ টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ১০৫৪.৫০লাখ টাকা। বাস্তব অগ্রগতি ৬০ শতাংশ;

- ডিকে আইডিয়াল সৈয়দ আতাহার আলী একাডেমি এন্ড কলেজ কালকিনি, মাদারীপুর-এর অবকাঠামো উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্প (জুলাই ২০১৫–জুন ২০১৮)। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে প্রকল্পের আরএডিপি বরাদ্দ ৬.২৫লাখ টাকা। বাস্তব অগ্রগতি ৫০ শতাংশ;

- 'তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নির্বাচিত বেসরকারি কলেজসমূহের উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পটির আরডিপিপি মূল্য ৫৫৪৭৭৪.৩০ (পূর্ত ৪২৬১৩১.৯৭) লাখ টাকা (মেয়াদ: জুলাই–২০১২ ডিসেম্বর ২০১৮) ১৫০০টি প্রতিষ্ঠানে চার/পাঁচ/আটতলা ভিত বিশিষ্ট একাডেমিক ভবন নির্মাণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ ১১৩৪৪৮.৯৪লাখ টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ২১৭১৪৬.৬২লাখ (পূর্ত) টাকা এবং গৃহীত কার্যক্রমের গড় অগ্রগতি ৪১.৩৪ শতাংশ;

সালথা মডেল বিদ্যালয়

- 'ঢাকা মহানগরীতে ১১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ৬টি মহাবিদ্যালয় (সরকারি) নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি মূল্য ২৯৪৮০.৫০ (নির্মাণ ও পূর্ত ১৩৪৩৮.৫৩) লাখ টাকা। (মেয়াদ জুলাই ২০১০–ডিসেম্বর ২০১৮। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য ভূমি উন্নয়ন, সীমানা প্রাচীর এবং একাডেমিক-কাম-প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ কাজের গড় অগ্রগতি ৭০ শতাংশ;

একাডেমিক ভবন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সরকারি মহাবিদ্যালয়

- বরিশাল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, বরিশাল এর প্রশাসনিক, একাডেমিক ভবন, হোস্টেল, অধ্যক্ষের ভবন ও অফিসার কোয়ার্টার নির্মাণ। (মেয়াদ : জুলাই ২০১০–জুন ২০১৮)। মোট ১২টি ভবনসহ নির্মাণ ব্যয়: ৬৫৩১.৪৮লাখ টাকা; ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ ১২৫০কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৪৬২১.৭৪(পূর্ত) লাখ টাকা। প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ৭৫ শতাংশ;

শিক্ষার্থী আবাসিক ভবন, বরিশাল-ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ

- এ ছাড়াও ময়মনসিংহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের প্রশাসনিক, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, আবাসিক হল এবং কম্পিউটার ও কমিউনিকেশন ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।

কম্পিউটার ও কমিউনিকেশন ভবন, ময়মনসিংহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ

- বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষকগণকে মৌলিক গবেষণা ও প্রকাশনায় উৎসাহ প্রদানের লক্ষে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন প্রতি বছর অনধিক ৫টি ইউ.জি.সি.-অ্যাওয়ার্ড প্রদান করছে। পরবর্তীতে নীতিমালা সংশোধনীর মাধ্যমে ৫টির পরিবর্তে ১২টি অ্যাওয়ার্ড প্রবর্তিত হয়। এগুলো হলো : প্রবন্ধের জন্য ৩০হাজার টাকার পরিবর্তে ৫০হাজার টাকা, গ্রন্থের জন্য ৫০হাজার টাকার পরিবর্তে ৭৫হাজার টাকা এবং একটি সনদ ও একটি সম্মানসূচক ক্রেস্ট প্রদান করা হয়;

- বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের উদ্যোগে ১৯ জনকে ইউজিসি-অ্যাওয়ার্ড ২০১৪ ও ২০১৫ প্রদান করা হয়। এতে মাননীয় প্রধান অতিথি ছিলেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ;

- বি.এন.সি.ইউ.-এর কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের ফলে বাংলাদেশ থেকে জাগো ফাউন্ডেশনকে UNESCO-Hamad Bin Isha Al-Khalifa Prize for the use of Information and Communication Technologies (ICTs) in Education 2016 পুরস্কার-এর জন্য মনোনীত করা হয়। ২০১৭ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ইউনেস্কোর সদর দপ্তর প্যারিসে এ পুরস্কার প্রদান করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে জাগো ফাউন্ডেশনকে ২৫হাজার ইউএস ডলার এবং একটি ডিপ্লোমা প্রদান করা হয়;

- UNESCO-Japan Prize on Education for Sustainable Development 2017-এর জন্য বি.এন.সি.ইউ.-এর সক্রিয় সহযোগিতায় আহসানিয়া মিশনকে বাংলাদেশ থেকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে;

- UNESCO Prize for Girl's and Women's Education 2017-এর জন্য Secondary Education Sector Investment Program (S.E.S.I.P.), Secondary Education Quality and Access Enhancement Project (S.E.Q.A.E.P.) এবং Higher Secondary Stipend Project (HSSP)- কে বাংলাদেশ থেকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে;

- UNESCO/POLAND Co-Sponsored Fellowships Programme in Engineering Cycle-2017-এর জন্য বাংলাদেশ থেকে Ms. Salma Akter Khuky, Executive Engineer (C.C), RHD, Soil Investigation Division, Road Research Laboratory, Mirpur, Dhaka Ms. Faiza Nuzhat, Software Engineer, Grameen Intel Social Business Ltd, চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত হয়েছেন;

- বি.এন.সি.ইউ.-র উদ্যোগ গ্রহণের ফলে UNESCO/The China Great Wall Programme 2016-এর জন্য বাংলাদেশ থেকে S.M. Mizanur Rahman, Associate Professor, Department of Entomology, Sher-e-Bangla Agricultural University চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত হয়েছেন;

- বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন (বি.এন.সি.ইউ.) এবং কোরিয়ান ন্যাশনাল কমিশন ফর ইউনেস্কো-র (কেএনসিইউ) যৌথ উদ্যোগে ভোলা জেলার দৌলতখান উপজেলার চরখলিফা ইউনিয়নের সুবিধা বঞ্চিত ও প্রান্তিক নারীদের সাক্ষরতা এবং দক্ষতা উন্নয়নের জন্য Literacy Campaign for the Women of Char Khalifa, One of the Marginalized Communities of Bangladesh 2015 প্রকল্পের আওতায় ৫০০জন সুবিধাভোগীর মধ্য হতে ১০০জনকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ এবং নতুন করে আরও ১০০জন সুবিধাবঞ্চিত মহিলাকে Basic Literacy দেওয়ার লক্ষ্যে Literacy Campaign and Functional Literacy (Vocational Training) for the Selected underprivileged Women of Char Khalifa শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। কে.এন.সি.ইউ. এ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ প্রদান করে;

- ২০১৬ সালের ২৬ নভেম্বর থেকে ১ ডিসেম্বর পর্যন্ত (KNCU). Korean National Commission for UNESCO-এর একটি প্রতিনিধিদল বাংলাদেশের ঢাকা, কুড়িগ্রাম ও ভোলা জেলায় KNCU-এর অর্থায়নে বাস্তবায়নকৃত জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক শিক্ষা সংক্রান্ত দু-টি প্রকল্প সরেজমিনে পরিদর্শন করেন;

- বি.এন.সি.ইউ.-র সক্রিয় যোগাযোগ ও ব্যবস্থাপনায় সংস্কৃতি সংক্রান্ত World heritage, Intangible cultural heritage, Diversity of cultural expression সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কমিটির সভায় বাংলাদেশের প্রতিনিধিবৃন্দ যোগদান করেছেন। এ ছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষে আয়োজিত আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক কর্মশালা, সভা, সেমিনারে অংশগ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও দপ্তরের কর্মকর্তাগণকে মনোনয়ন ও অংশগ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়;

E-9 Ministerial Meeting on Education 2030

DHAKA DECLARATION

E-9 Ministerial Meeting on Education 2030

Inclusive and Equitable Quality Education and Lifelong Learning by 2030: Challenges and Opportunities for E-9 countries.

We, the Ministers of Education and heads of delegations of the E-9 countries in attendance - The People's Republic of Bangladesh, The Federal Republic of Brazil, The People's Republic of China, The Arab Republic of Egypt, The Republic of India, The Republic of Indonesia, The Federal Republic of Nigeria and The Islamic Republic of Pakistan - extend our warm appreciation to the Islamic Republic of Pakistan as the out-going Chair and the People's Republic of Bangladesh for hosting this Ministerial Meeting on Education 2030 and assuming the role of the E-9 Chair.

Having met in Dhaka, Bangladesh, from 5 to 7 February 2017 to discuss the education challenges and opportunities for E-9 countries in the context of a fast-evolving global development landscape, to further enhance our cooperation in ensuring the unfinished Education for All agenda, and to address the national education challenges in line with the more ambitious SDG4 - Education 2030 targets and commitments,

Reaffirming our endorsement of the vision, principles, and targets laid out under SDG4 within 'The 2030 Agenda for Sustainable Development' and the 'Education 2030 Framework for Action',

Noting that the overarching goal which seeks to 'ensure equitable and inclusive quality education and lifelong learning for all by 2030' reflects the aspiration and commitment of each of our countries for national education development by 2030,

Given the diversity that characterizes our countries in a global context of increasing inequality, tension, and division, we affirm the role of the E-9 partnership in advancing human solidarity, respect for human rights and human dignity,

Acknowledging that the E-9 countries together are home to over half of the world's population, over half of the world's out-of-school children, and two thirds of the world's non-literate youth and adults, we share, not only common challenges, but also opportunities for joint action and progress on a large scale,

Recognizing the continued relevance of the E-9 initiative and its important role in advancing the Education 2030 agenda, as stated in the 2014 Islamabad declaration,

Hereby, in reaffirming the E-9 Initiative, we declare our commitment to:

1. Advance SDG4 and corresponding targets set within 'The 2030 Agenda for Sustainable Development' and the 'Education 2030 Framework for Action' which serve as the overall guiding framework for education development and enhancing lifelong learning opportunities in the coming few years.
2. Initiate actions to formulate country-specific targets within the broader scope of the SDG4, taking into account past gains and achievements in the education sector, emerging national development priorities, availability of resources and institutional capacities; align national education legislation, policy prioritie sand planning processes with SDG4 targets and commitments; and build capacity at the national and subnational levels, as appropriate, for monitoring progress towards SDG4 and other SDGs as relevant.
3. Promote greater relevance, visibility and impact of our cooperation and contribute meaningfully to the efforts aimed at advancing and monitoring progress towards the SDGs.

শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

লক্ষ্য অর্জনে যেতে হবে বহু দূর...